সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭
সম্পর্কে সম্ভাব্য কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ কী?
উত্তর: দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ হচ্ছে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক খাতে ক্ষুদ্র দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতার চিত্র তুলে ধরার একটি প্রয়াস। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের খানাসমূহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয় তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: খানা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জরিপ করার সময়ের আগে একমাস ধরে খানায় অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/ গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন: সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ 'র জরিপ পদ্ধতি কী?
উত্তর: এই জরিপে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Integrated Multipurpose Sampling Frame (IMPS) অনুসরণ করে তিন পর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Three Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সারাদেশ হতে দ্বৈচয়ন প্রক্রিয়ায় নমুনা খানাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। জরিপে আওতাভূক্ত মোট খানার সংখ্যা ১৫,৮৪০টি। প্রতিটি স্তরে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ৬৫% এবং শহরাঞ্চলে ৩৫% খানাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ হিসেবে গ্রামাঞ্চলে নমুনার সংখ্যা ১০,২৯৬ এবং শহরাঞ্চলে ৫,৫৪৪। জরিপকালে ২৫৯টি খানা অনুপস্থিত থাকায় বা উত্তরদানে অস্বীকৃতি জানানোয় চূড়ান্তভাবে ১৫,৫৮১টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়, যা জরিপের আওতাভুক্ত মোট খানার ৯৮.৪%। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল এলাকায় এসব খানার সংখ্যা যথাক্রমে ১০,১৫৫টি (৬৫.২%) ও ৫,৪২৬টি (৩৪.৮%)। এই জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এভাবে প্রণীত নমুনা থেকে জরিপের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যেমন বিগত এক বছরে সার্বিকভাবে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের ত্রুটির সীমা (Margin of Error) যথাক্রমে ±১.৭% ও ±১.৮%।

খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় ছিল নিম্নরূপ:

- **প্রথম পর্যায়:** দৈবচয়ন পদ্ধতিতে IMPS হতে ৮টি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ১৬টি স্তরে ভাগ করে প্রতিটি স্তরে নিদিষ্ট সংখ্যক গ্রাম ও মহল্লা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরের গ্রাম ও মহল্লার সংখ্যা প্রযোজ্যক্ষেত্রে স্তরের মোট জনসংখ্যার square root transformation এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভরের আনুপাতিক হারে বের করা হয়েছে।
- **দ্বিতীয় পর্যায়:** নির্বাচিত গ্রাম বা মহল্লাকে ১০০ খানা সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুচ্ছে ভাগ করে দৈবচয়নের মাধ্যমে একটি গুচ্ছ নির্বাচন এবং নির্বাচিত গুচ্ছ হতে ১০০টি খানার তালিকা তৈরি করা হয় (পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষেত্রবিশেষে ভৌগোলিক ও জনবসতি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার কারণে ১০০টি খানা না পাওয়া গেলে কমপক্ষে ৬০টি খানার তালিকা তৈরি করা হয়)
- **তৃতীয় পর্যায়:** তালিকাকৃত ১০০টি খানা থেকে নিয়মানুক্রমিক নমুনায়নের (Systematic Sampling) মাধ্যমে প্রতিটি গুচ্ছ হতে ১২টি করে খানা নির্বাচন করা হয়।

এভাবে নির্বাচিত খানাগুলো হতে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগৃহীত হয়।

প্রশ্ন: নমুনা আকার নির্ণয়ের পদ্ধতি কী?
উত্তর: নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে ৫% ত্রুটির সীমা বিবেচনায় প্রতিটি স্তরে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$\boxed{n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}}$$

এখানে,

n= নমুনার আকার

p= ০.৬৭৮ (২০১৫ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)

z= ১.৯৬ (৯৫% confidence interval এ Sample Variate-এর মান)
e= ৫% (স্তর ভিত্তিক ত্রুটির সীমা)
design effect= ১.৫ (২০১৫ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের design effect)

এভাবে নির্ধারিত স্তর-প্রতি নমুনার আকার দাঁড়ায় ৫০৩ যা ১৬টি স্তরের জন্য মোট ৮,০৫৫। তবে, ২০১৫ সালের জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা ও ত্রুটি সীমা নিশ্চিত করতে, ২০১৭ সালে ২০১৫ সালের অনুরূপ জরিপের নমুনার সংখ্যা ১৫৮৪০ রাখা হয়। এসব খানা ৬৪টি জেলা সংশ্লিষ্ট ১,৩২০টি পিএসইউতে (Primary Sampling Unit-PSU) বিন্যস্ত (গ্রামাঞ্চলে ৮৫৮টি, শহরাঞ্চলে ৪৬২টি)। আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভিত্তিক এ বিভাজনের মাধ্যমে এ জরিপের নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং জরিপের সংখ্যাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের মানদন্ড নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন: জরিপে তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় অনুসৃত হয়েছে?
উত্তর: এই জরিপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তথ্য বিশ্লেষণ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া টিআইবি'র গবেষক দলের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। কমপক্ষে স্নাতক ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও তথ্য সংগ্রাহকারী হিসেবে নিয়োগের পর তাদেরকে এগার দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তদুপরি জরিপের সময় প্রতিটি দলের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও তথ্য পরিবীক্ষণের জন্য টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের গবেষকরা নিয়োজিত ছিলেন। তথ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে টিআইবি'র গবেষক ও তত্ত্বাবধায়করা পূরণকৃত প্রশ্নপত্র যথাযথভাবে ব্যাক চেক, অ্যাকম্পানি চেক, স্পট চেক ও টেলিফোন চেক করেছেন। এছাড়াও জরিপের বৈজ্ঞানিক মান, জরিপ পদ্ধতি, প্রশ্নমালা তৈরি ও বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পরিসংখ্যান ও জরিপ সংক্রান্ত গবেষণায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আটজন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল টিআইবি'র গবেষণা বিভাগকে সার্বিকভাবে পরামর্শ প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন: জরিপে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?
উত্তর: এই জরিপ সম্পূর্ণভাবেই টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের সরাসরি অংশগ্রহণ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য KoBoToolbox App এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটফর্মে (smart phone) প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করার কারণে একদিকে যেমন উপাত্তের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পেয়েছে অপরদিকে মানসম্পন্ন উপাত্তও নিশ্চিত করা হয়েছে। জরিপের সময় তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিটি দলের প্রশ্নপত্র পূরণ এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য টিআইবি'র স্থায়ী গবেষণা দলের একজন করে গবেষক নিয়োজিত ছিলেন। প্রতিটি দলের তত্ত্বাবধায়করা নিজ নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করেন। জরিপকালীন সময়ে পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র মাঠ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নির্ভুলতা যাচাই করা হয়েছে। টিআইবি'র গবেষক ও মাঠ তত্ত্বাবধায়করা প্রযোজ্যক্ষেত্রে দৈবচয়নসহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ৪০.৮% বিভিন্নভাবে যাচাই করেন (অ্যাকম্পানি চেক ১৮.০%, ব্যাক চেক ১১.৬%, স্পট চেক ১১.৫%, টেলিফোন চেক ২.৬%)।

জরিপের নমুনায়নে প্রাক্কলনসমূহের গ্রহণযোগ্যতা (Validity) ও নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) নিশ্চিত হয়েছে বলা যায়। গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই জরিপটি বাংলাদেশের আটটি বিভাগের ৬৪টি জেলায় বিস্তৃত এবং পল্লী ও নগর এলাকার জনসংখ্যাকে যথার্থভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। অপরদিকে নির্ভরযোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, জরিপ কালে বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের ত্রুটির সীমা হচ্ছে ± ১.৭%।

প্রশ্ন: জরিপে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কারা যুক্ত ছিলেন?
উত্তর: জরিপে আট জন বিশেষজ্ঞ সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেন:

- অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক ড. সেকান্দার হায়াত খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক সালাহউদ্দীন এম আমিনুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক এ.কে এনামুল হক, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন: 'দুর্নীতির ধারণা সূচক' (Corruption Perceptions Index - CPI) এবং 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) সরকারি খাত ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে প্রতিবছর দুর্নীতির ধারণা সূচক তৈরি করে, যার মাধ্যমে দুর্নীতির ধারণার মাপকাঠিতে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। এই সূচকে ০-১০০ এর একটি স্কেল ব্যবহার করা হয়-যত কম স্কোর তত বেশি দুর্নীতির ব্যাপকতা আর যত বেশি স্কোর তত কম দুর্নীতি। এটি একটি 'জরিপের ওপর জরিপ' যার জন্য প্রতি বছর বিশ্বের দশ থেকে ১৫টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত জরিপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ২০১৭ সালের এই সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৮, এবং তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭তম এবং উর্দ্ধক্রম অনুযায়ী ১৪৩তম। উল্লেখ্য, এই জরিপে টিআইবি বা টিআই-এর অন্য কোনো চ্যাপ্টারের কোনো তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয় না

অন্যদিকে সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত একটি জরিপ, যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে কী ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তা পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। দুর্নীতির ধারণা সূচক বা CPI এর সাথে খানা জরিপের অন্যতম একটি মূল পার্থক্য হল এই যে, প্রথমটি ধারণা বা perception ভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি অভিজ্ঞতা বা experience ভিত্তিক। আরেকটি মূল পার্থক্য এই যে, CPI হল একটি দেশের সরকারী খাত ও প্রশাসন সম্পর্কে দুর্নীতির ধারণা। পক্ষান্তরে খানা জরিপ হল সরকারী ও বেসরকারী নানা খাত বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি সেবা, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বীমা, গ্যাস ইত্যাদিতে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তুলে ধরে।

প্রশ্ন: টিআইবি এ পর্যন্ত কতটি দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে?
উত্তর: টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট আটটি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। জরিপ পরিচালনার সালগুলো হল, ১৯৯৭, ২০০২, ২০০৫, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৫ এবং ২০১৭।

প্রশ্ন: এই জরিপের উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক, দুর্নীতি দমন কমিশন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন: এই জরিপে দুর্নীতিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?
উত্তর: এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ (নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন ও অর্থ আত্মসাৎ), সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই জরিপে সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতের কী ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মকে চিহ্নিত করা হয়েছে?
উত্তর: এ জরিপে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শুধু জনগণকে প্রদত্ত সরাসরি সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এই ধরণের দুর্নীতি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র দুর্নীতি (petty corruption) হিসেবে অভিহিত হয়। পক্ষান্তরে এ জরিপে নীতি নির্ধারণী পর্যায় বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ের বৃহদাকার দুর্নীতি যেমন সরকারি ক্রয়, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি খাতের দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংগঠিত দুর্নীতি ও অনিয়মকে চিহ্নিত করা হয়নি।

প্রশ্ন: এই জরিপে কেন দুর্নীতির প্রভাব এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা বা প্রতিষ্ঠান ও খাত-ভিত্তিক ইতিবাচক পদক্ষেপের মূল্যায়ন করা হয়নি?
উত্তর: সকল গবেষণা বা জরিপের ন্যায় এই জরিপেরও কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও সীমিত পরিধি রয়েছে, এর বাইরে যুক্তিযুক্ত নয় বলে কোনো মূল্যায়ন বা মন্তব্য সংগত কারণেই করা হয়নি। যেহেতু এটি সেবাগ্রহীতাদের ওপর একটি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক জরিপ এবং এ জরিপের উদ্দেশ্য ও পরিধি বাংলাদেশের খানাগুলো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যেসব দুর্নীতির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা, সেহেতু এর আওতার বাইরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/খাতের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও ইতিবাচক কার্যক্রমের কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি। উল্লেখ্য, টিআইবি'র অন্যান্য গবেষণা বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ডায়াগনস্টিক গবেষণাগুলোতে দুর্নীতির প্রভাব ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়ে থাকে, এবং এ সকল গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে অ্যাডভোকেসিও করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: এই জরিপের তথ্য কোন সময়ে সংগৃহীত হয়েছে?
উত্তর: সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্যের বিবেচ্য সময় ২০১৭ জানুয়ারি-ডিসেম্বর পর্যন্ত। এক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত জরিপের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

প্রশ্ন: এ জরিপটি কি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা হয়?
উত্তর: না। এ গবেষণাটি জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত খানা পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে। গণমাধ্যম বা অন্য কোনো সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য এই জরিপে স্থান পায় না।

প্রশ্ন: টিআইবি'র কোনো জরিপ বা গবেষণা সরকারের বা অন্য কারও উদ্যোগকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার জন্য করা হয় কি? অথবা এতে কোনো পক্ষপাতিত্ব আছে কি?
উত্তর: না। টিআইবি'র সব জরিপ বা গবেষণার উদ্দেশ্য একান্তই তথ্যনির্ভর ও সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে, যে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে থেকে নির্মোহভাবে বাস্তবতাকে তুলে ধরা। টিআইবি'র কাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে - সরকার বা তার অভ্যন্তরে বা বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। টিআইবি'র উদ্দেশ্য সরকার ও অন্যান্য অংশীদার, যাদের অঙ্গীকার ও প্রত্যাশা দুর্নীতি দূর করা, তাদের হাতকে শক্তিশালী করা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে পরিবর্তনের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা।

প্রশ্ন: এই জরিপে কী কী খাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? কি হিসেবে এই সকল সুনির্দিষ্ট খাত বাছাই করা হল?
উত্তর: এই জরিপে ১৫টি (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমি প্রশাসন, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, কর ও শুল্ক, এনজিও, বীমা, বিআরটিএ, পাসপোর্ট, গ্যাস) সুনির্দিষ্ট সেবা খাতের ওপর বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও এসব খাত মূলত সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এসব সেবা খাতগুলোর প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। ২০১৫ সালে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে এ সকল খাত থেকে কমপক্ষে ২% খানা সেবা গ্রহণ করেছে। এসবের সঙ্গে "অন্যান্য" শিরোনামে একটি খাত রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন: অন্যান্য খাত বলতে কি বুঝানো হয়েছে?
উত্তর: সুনির্দিষ্ট ১৫টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকৃতপক্ষে আলাদা কোন খাত নয়। সেবা গ্রহণের তথ্য দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা তথ্যদাতারা উপরোক্ত ১৫ খাতের বাইরেও একাধিক প্রতিষ্ঠানের নাম বা উপখাত উল্লেখ করেছেন (যেমন নির্বাচন কমিশন, বিটিসিএল, পেনশন, ডাক বিভাগ, ওয়াসা, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসের সেবা ইত্যাদি)। তবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বা উপখাতের সেবাগ্রহীতার স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে এগুলোকে আলাদা খাত হিসেবে গণ্য না করে একত্রে "অন্যান্য" হিসেবে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন: বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর উদ্দেশ্য কী নিয়ে এই জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে?
উত্তর: সরকারের বিরোধিতার জন্য টিআইবি তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে না। বরং গবেষণার মাধ্যমে সুশাসন প্রক্রিয়ায় সরকারকে সহযোগিতা করাই টিআইবি'র লক্ষ্য। টিআইবি তার গবেষণা ভিত্তিক তথ্যের আলোকে নীতি-নির্ধারণী অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে এদেশে গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে চায়। লক্ষ্যণীয় যে, জনগণের মৌলিক অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পাসপোর্ট সেবা, বিআরটিএ, ভূমি সেবা, বিদ্যুৎ এবং স্থানীয় সরকারের মত খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা বেশি। তাই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের স্বার্থে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগ এবং তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সাথে সম্পৃক্ততা যারই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি অর্জন ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে। এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনে আরও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব বলে দৃঢ় বিশ্বাস টিআইবির।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?
উত্তর: জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণ কালে সেবাগ্রহীতা খানার ৭২.৫% দুর্নীতির শিকার, ৬০.৭% ঘুষের শিকার এবং খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৬,৯৭২ টাকা। এছাড়া এই জরিপে পাসপোর্ট (৬৭.৩%), বিআরটিএ (৬৫.৪%), বিচারিক সেবা (৬০.৫%), ভূমি সেবা (৪৪.৯%), শিক্ষা (৪২.৯%), স্বাস্থ্য (৪২.৫%) খাত দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০১৭ সালে সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ৪৯.৮%, এক্ষেত্রে বিআরটিএ (৬৩.১%), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৬০.৭%) ও পাসপোর্ট (৫৯.৩%) সেবায় সর্বাধিক খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। সার্বিকভাবে খানা প্রতি গড়ে ৫,৯৩০ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘুষ আদায়ের খাতগুলো হলো-গ্যাস (৩৩,৮০৫ টাকা), বিচারিক সেবা (১৬,৩১৪ টাকা) ও বীমা খাত (১৪,৮৬৫ টাকা)। ২০১৭ সালে জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০,৬৮৮.৯ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৪% এবং বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৫%। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ঘুষ প্রদানকারী খানার ৮৯% ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না'-এ কথা বলেছেন অর্থাৎ ঘুষ আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে কোনো কোনো খাতে দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে (গ্যাস, কৃষি, বিচারিক সেবা) এবং কোনো কোনো খাতে কমেছে (শিক্ষা, পাসপোর্ট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)। অনুরূপভাবে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে কোনো কোনো খাতে ঘুষের শিকার খানার হার বেড়েছে (কৃষি, বিআরটিএ, বিচারিক সেবা) এবং কোনো কোনো খাতে কমেছে (শিক্ষা, পাসপোর্ট, ভূমি সেবা)। তবে সার্বিকভাবে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে সেবা খাতে ঘুষের শিকার খানার হার উল্লেখযোগ্য (৫৮.১% থেকে ৪৯.৮%) কমলেও ঘুষ আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে (৮,৮২১.৮ থেকে ১০,৬৮৮.৯) কোটি টাকা (২১.২%)। ২০১৫ সালে খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ছিল ৪,৫৩৮ টাকা, যা ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৯৩০ টাকা হয়েছে। তবে বিভিন্নভাবে আদায়কৃত গড় ঘুষের পরিমান হিসেবে গ্যাস খাত শীর্ষে এবং আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ্যণীয়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী, স্বল্প শিক্ষিত ও দরিদ্র খানা দুর্নীতির শিকার বেশি হচ্ছে। ২০১৭ সালে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকোপ বেশি (৬৫% বনাম ৬৮.৪%)। অনুরূপভাবে, শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে ঘুষের শিকার খানার হারও বেশি (৪৬.৬% বনাম ৫৪%)। খানা প্রধানের শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরক্ষর ও স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন খানা প্রধানের দুর্নীতিতে শিকার হওয়ার হার বেশি। খানা প্রধানের পেশার ক্ষেত্রে চাকরিজীবি, পেশাজীবি ও ব্যবসায়ীদের তুলনায় সাধারণ পেশার জনগণ (কৃষি/মৎস চাষী, জেলে, পরিবহন শ্রমিক, ইত্যাদি) তুলনামূলক দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার বেশি হয়। উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানার ওপর দুর্নীতির বোঝা অপেক্ষাকৃত বেশি। সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয় (০.১২% বনাম ২.৪১%)। সেবাগ্রহণকারীদের বয়সের ক্ষেত্রে ৩৫ বছরের নীচের সেবাগ্রহণকারীর তুলনায় ৩৬ ও তদুর্ধ্ব বয়সের সেবাগ্রহণকারীর অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রশ্ন: জরিপের ফলাফল বিবেচনায় এ বিষয়ে টিআইবির সুনির্দিষ্ট কোন সুপারিশ আছে কি?
উত্তর: সার্বিকভাবে জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এ বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো - বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তির অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা; সেবাখাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকর করা; প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা এবং এর ভিত্তিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করা; সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা; দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও জন-অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করাসহ গণমাধ্যমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করা; এবং ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’ ও ‘তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১’ এর কার্যকর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ সকল অংশীজনের সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা। অপর উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে: সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিসহ জনগণের সেবা সম্পর্কিত তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা খাতে অনলাইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি; সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুর্নিদিষ্ট অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া প্রচলন ও কার্যকর করার পাশাপাশি নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করা; এবং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও অন্যান্য বাধা দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার করা। এছাড়াও জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এর ঘাটতি দূরীকরণে সেবাখাতগুলোতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন: **টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?**
উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি’র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি’র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি’র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

#####